সাইয়েদ কুতুব
জীবন ও কর্ম

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সবুজপত্র

ভূমিকা

সাইয়েদ কুতুব অতি পরিচিতি এক নাম। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তাঁর পরিচিতি বিদ্যমান। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রখর দীনি জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত। তবে এ বিশ্বব্যাপী পরিচিতির পেছনে রয়েছে তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট সংগ্রামী জীবন, বিশেষ করে তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' তাঁকে অমর করে রেখেছে।

শুধু মুসলিম বিশ্বে নয়; পাশ্চাত্যেও তিনি এত অধিক পরিচিত যে, তাঁর পরিচয় তুলে ধরা নিস্প্রয়োজন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে অপ্রকাশিত In the Shade of Al-Quran-এর ভূমিকায় এ জেড শামসুল আলম যথার্থই লিখেছেন, Shahid Sayyed Qutb needs no introduction to the Muslim intellectual and readers of book on Islam. He is a symbol of inspiration the workers who are fighting for the establishment of Islamic system of government. He not only crystallized the ideals of Islamic state but gave his blood for it. His books and essays are texts for the ideological workers all over the world.

আমরা জানি, জন্মিলেই মরতে হয়। মৃত্যু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। সাইয়েদ কুতুবও পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। কোনো কোনো ব্যক্তির মৃত্যু পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে, লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে নাড়া দেয়। সাইয়েদ কুতুবও এমনি এক ব্যক্তিত্বের নাম, যাঁর মৃত্যু বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি ১৯০৬ সালের ৯ই অক্টোবর নীলনদের দেশ মিসরের উসউত জেলার মূসা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালের ২৯ শে আগস্ট শাহাদাত বরণ করেন। তবে তাঁর এ শাহাদাত স্বাভাবিকভাবে হয়নি। তিনি ফাঁসীর মঞ্চকে হাসিমুখে বরণ করে শহীদ হয়েছেন। তাঁর এ শাহাদাত অমর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আছে বিশ্ব-ইতিহাসে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কেনো তাঁকে ফাঁসির মঞ্চ বরণ করতে হল? তিনি কি চেয়েছিলেন? তাঁর চিন্তা-দর্শন কি ছিলো? কি কারণে ক্ষমতাসীনদের সাথে তাঁর বিরোধ হয়? কেনই বা তাঁর সাহিত্য বিশেষ করে তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' বিশ্বের সর্বত্রই এত পঠিত, এত আলোচিত?

সাইয়েদ কুতুব ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। শিশু-সাহিত্য দিয়ে তাঁর লেখালেখি শুরু হয়। তিনি কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কবিতা ও গল্প মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, সাহিত্য সমালোচনাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা থাকলেও তিনি ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সাইয়েদ কুতুব এ তাফসীরে কুরআনের গতিশীল বৈপ্লবিক বাণী এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থকে নিজস্ব চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। শুধু মুসলিম নয়, তিনি পুরো মানব জাতিকে কুরআনের ছায়াতলে এসে উপকৃত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্বের অপরাপর ভাষা ভাষীদের ন্যায় বাংলা ভাষাভাষীদের নিকটও সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর তাফসীরের পরিচিতি বিদ্যমান। কিন্তু আমার জানামতে, এ যাবৎ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বাংলাদেশে কেউ করেনি। তিনি যে বড় মাপের একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, তাঁর তাফসীর যে গবেষণার এক বিশাল উপাত্ত, সে সম্পর্কে অনেকেই সম্যক অবগত নন। অপরদিকে তাঁর উপর যে সব লেখালেখি হয়েছে, তা পুরোপুরি তথ্যসমৃদ্ধ নয়। তাই আমি সাইয়েদ কুতুবের চিন্তাধারা ও তাফসীরের উপর গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ)-এর স্নাতকোত্তর ক্লাসের ছাত্র থাকার সময় ঐ ক্লাসে আধুনিক তাফসীর হিসেবে 'ফী যিলালিল কুরআন' সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে সময় উক্ত তাফসীর অধ্যয়ন করতে গিয়ে সাইয়েদ কুতুবের জীবন ও তাঁর তাফসীরের উপর গবেষণার ইচ্ছা পোষণ করি। আমার এ গবেষণা-কর্ম সেই ইচ্ছারই বাস্তব প্রতিফলন। সাইয়েদ কুতুব একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ। তাই তাঁর তাফসীর ও চিন্তাধারা যথাযথ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমার সীমাবদ্ধতার কথা প্রথমেই স্বীকার করতে হয়। অপরদিকে তাঁর সংগ্রামী জীবন, সাহিত্য-কর্ম, চিন্তাধারা ও তাফসীরের উপর শুধু এম-ফিল গবেষণা নয়; বরং এটা পিএইচডি গবেষণার দাবি রাখে। সাইয়েদ কুতুবের জীবন ও অবদান এত বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপক যে, তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আমি আমার এ গবেষণা-কর্মে মূলতঃ নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১. সাইয়েদ কুতুবের জন্ম থেকে শাহাদাত। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিলো। আমি সে সকল দিক সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

২. সাইয়েদ কুতুবের সাহিত্য-কর্ম। সাইয়েদ কুতুব যে আরবী সাহিত্যের উঁচু মানের একজন সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিশ্লেষণ করে তা প্রমাণের চেষ্টা করেছি।

৩. সাইয়েদ কুতুবের অবদান। সাইয়েদ কুতুব মুসলিম উম্মাহর জন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য সীমাহীন অবদান রেখে গেছেন। আমি আমার গবেষণা-কর্মে সাইয়েদ কুতুবের অবদানের কিছু দিক তুলে ধরেছি। আমি তাঁর রচনাবলির উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে তুলে ধরেছি যে, তিনি ছিলেন একজন উঁচু মাপের ইসলামী চিন্তাবিদ।

৪. সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা-দর্শন। সাইয়েদ কুতুব একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর চিন্তা ও দর্শন কি ছিলো, আমি বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তা তুলে ধরেছি।

৫. তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'। এ তাফসীরই হচ্ছে সাইয়েদ কুতুবের শ্রেষ্ঠ অবদান। আমি তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর বৈশিষ্ট্য, কুরআনের ব্যাখ্যার পদ্ধতিসহ এ তাফসীরের রচনা প্রসঙ্গে মৌলিক কিছু তথ্য তুলে ধরেছি।

৬. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের মৌলিক আলোচ্য বিষয়। এ তাফসীরে সাইয়েদ কুতুব মৌলিকভাবে কোন বিষয় তুলে ধরেছেন, আমি সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

৭. তাফসীর হিসেবে 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর পর্যালোচনা। আমি আধুনিক ও প্রাচীন কতিপয় তাফসীরের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে প্রমাণের চেষ্টা করেছি যে, তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীরগ্রন্থ।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে, 'ফী যিলালিল কুরআন' কোনো তাফসীরগ্রন্থ নয়; এটা সাইয়েদ কুতুবের কল্পনার প্রকাশ মাত্র। তাই আমি পর্যালোচনা করেছি যে, সাইয়েদ কুতুব তাফসীর করার ক্ষেত্রে সমসাময়িক অন্যান্য তাফসীরের ধারা কতোটুকু অনুসরণ করেছেন? কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ তাফসীরগ্রন্থ লিখেছেন? সমসাময়িক বিভিন্ন দর্শনের প্রভাব তাঁর তাফসীরে কতোটুকু পড়েছে? আমি উক্ত গবেষণা-কর্ম সম্পাদনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, তা হচ্ছে–

১. প্রথমেই তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' অধ্যয়নের চেষ্টা করেছি। আরবী মূল তাফসীর বুঝবার জন্য বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত তাফসীরের সাহায্য নিয়েছি।

২. সাইয়ে কুতুবের রচনাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি।

৩. সাইয়েদ কুতুবের উপর লিখিত বিভিন্ন বই অধ্যয়ন করে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করেছি।

৪. মিসরসহ মুসলিম বিশ্বের অপরাপর দেশসমূহের কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে গবেষণা সম্পৃক্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি।

৫. বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও লাইব্রেরী থেকে তথ্য সংগ্রহের পর লন্ডনের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বুকশপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

৬. বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি।

৭. ই-মেইল ও ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করেছি।

৮. আমার শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আ. ন. ম আব্দুল মান্নান খানসহ বিদগ্ধ স্কলারদের দিক-নির্দেশনা সামনে রেখে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছি।

আমি চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে তথ্য উপস্থাপন করতে; কিন্তু মানুষ হিসেবে অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অপরদিকে কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব নির্ভুল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও কিছু ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।

আমার অভিসন্দর্ভটি বই আকারে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করে প্রকাশ করা হলো। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণার ইচ্ছা রয়েছে। সম্মানিত পাঠকদের আন্তরিক পরামর্শ ও সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাইয়েদ কুতুব : জন্ম থেকে শাহাদাত

পারিবারিক পরিচয়	২১
সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোন	২৩
সাইয়েদের শিক্ষাজীবন	২৫
সাইয়েদ কুতুবের কর্মজীবন	২৭
আমেরিকায় সাইয়েদ কুতুব	২৯
চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ	৩২
ইখওয়ানুল মুসলিমীনে যোগদান	৩৩
মিসরের রাজনীতিতে ইখওয়ান ও সাইয়েদ কুতুব	৩৪
প্রথম পর্যায় ঃ ১৯২৮-১৯৩৩ সাল	৩৪
দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৩৩-১৯৩৯ সাল	৩৫
তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল	৩৬
চতুর্থ পর্যায় ঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সাল	৩৮
পঞ্চম পর্যায় ঃ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সাল	৪০
সেনা অভ্যুত্থান : সাইয়েদ কুতুব ও ইখওয়ান	৪১
ইখওয়ানের সাথে সরকারের বিরোধ ও সাইয়েদ কুতুবের সমঝোতা প্রচেষ্টা	৪৬
ইখওয়ানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাইয়েদ কুতুব	৪৭
ইখওয়ানের উপর দমন-পীড়ন ও সাইয়েদ কুতুবের কারাবরণ	৪৭
সাইয়েদ কুতুবের কারাদণ্ড	৫১
কারাগার থেকে মুক্তি	৫২
সাইয়েদ কুতুবের বিবাহ প্রসঙ্গ	৫৩
পুনরায় গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ	৫৪
জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিচার শুরু	৫৭
রায়ের অপেক্ষায় সাইয়েদ কুতুব	৫৭
মৃত্যুদণ্ডাদেশ রায় শুনে সাইয়েদের প্রতিক্রিয়া	৫৭
মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফ করতে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের অনুরোধ	৫৮
সাইয়েদের সাথে হামিদা কুতুবের শেষ সাক্ষাৎ	৫৮
সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর	৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরের সাথে ফী যিলালিল কুরআনের পর্যালোচনা

ফী যিলালিল কুরআন কি একটি তাফসীর গ্রন্থ? ১৮৩
তাফসীর ও তা'বীলের সংজ্ঞা ১৮৩
মুফাসসিরের আবশ্যকীয় শর্তাবলি ও ইলমে তাফসীরের মূল উৎস ১৮৬
১. কুরআন মাজীদ ১৮৬
২. হাদীস ১৮৬
৩. সাহাবীগণের বক্তব্য ১৮৬
৪. তাবেয়ীগণের বক্তব্য ১৮৭
৫. আরবী সাহিত্য ১৮৭
৬. চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন ১৮৭
তাফসীরের মূলনীতি ও তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ১৮৮
তাফসীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাফসীরের প্রাচীন ও আধুনিক যুগ প্রসঙ্গ ১৯০
রাসূল (স) ও সাহাবীগণের যুগের তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ১৯৪
১. কুরআনের অপূর্ণাঙ্গ তাফসীর ১৯৫
২. কুরআনের তাফসীর কুরআনের দ্বারা ১৯৫
৩. কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে ১৯৫
৪. কুরআনের তাফসীরে কম মতপার্থক্য ১৯৬
৫. ইজতিহাদ ১৯৬
৬. সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক তাফসীর ১৯৬
৭. ফিকহী মাযহাব বা ফেরকা মুক্ত তাফসীর ১৯৬
৮. ইসরাঈলিয়াত থেকে সতর্কতা ১৯৭
৯. অলিখিত তাফসীর ১৯৭
১০. আরবী কবিতার সাহায্যে মর্মোদ্ধারের চেষ্টা ১৯৭
তাবেয়ীদের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ১৯৭
১. তাফসীরে ইসরাঈলীয়াতের অনুপ্রবেশ ১৯৭
২. মাযহাবী মতপার্থক্যের প্রকাশ ১৯৮
৩. তাফসীরে তাবেয়ীদের পারস্পরিক মতপার্থক্যের প্রকাশ ১৯৮
৪. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ১৯৮
তাবেয়ীদের পরবর্তী যুগের তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ১৯৮
প্রথম স্তর: রেওয়ায়াতের মাধ্যমে তাফসীর চর্চা ১৯৮
দ্বিতীয় স্তর: রাসূল (স)-এর হাদীস সংকলনের সাথে তাফসীরের সংকলন ১৯৯
তৃতীয় স্তর: হাদীস থেকে তাফসীরের পৃথকীকরণ ১৯৯
চতুর্থ স্তর: মনগড়া তাফসীরের সূচনা ২০০

প্রথম অধ্যায়

সাইয়েদ কুতুব : জন্ম থেকে শাহাদাত

সাইয়েদ কুতুব বিশ্বব্যাপী অতি পরিচিত নাম। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখর দীনি-জ্ঞানসম্পন্ন আলেম হিসেবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে তাঁর খ্যাতি বিদ্যমান। তবে দুনিয়াব্যাপী এহেন পরিচিতির পেছনে রয়েছে তাঁর অত্যুজ্জ্বল সংগ্রামী জীবন, সমুন্নত দর্শন, ধীশক্তিসম্পন্ন লেখনি। সর্বোপরি অসাধারণ তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' তাঁকে অমর করে রেখেছে।

পারিবারিক পরিচয়

সাইয়েদ তাঁর মূল নাম। পিতার নাম ইবরাহীম কুতুব, মায়ের নাম ফাতেমা হুসাইন ওসমান। কুতুব তাঁর বংশীয় লকব। কুতুব বংশ খুব দীনদার হিসেবেই মিসরে পরিচিত। আর এ বৈশিষ্ট্যের জন্য সবাই তাঁদের সম্মান করত। কুতুব বংশে তাঁর জন্ম হয় বলেই তিনি সাইয়েদ কুতুব হিসেবে পরিচিত।

১৯০৬ সালের ৯ অক্টোবর মতান্তরে ১৯০৬ সালের ২০ জানুয়ারি মিসরের উসউত জেলার মূসা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষগণ আরব উপদ্বীপ থেকে হিজরত করে মিসরের উক্ত অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। কেউ কেউ মনে করেন, তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন হিন্দুস্তানের অধিবাসী। তাঁর ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ আবদুল্লাহ হিন্দুস্তানি ছিলেন। তিনি হজ্জ করে মিসরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।১[১]

শেখ আবুল হাসান আলী নদভী (র) ১৯৫১ সালে সাইয়েদ কুতুবের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, সাইয়েদ কুতুব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর ৬ষ্ঠ পূর্বপুরুষ ফকীর আবদুল্লাহ হিন্দুস্তানি ছিলেন। তিনি হিন্দুস্তান ভ্রমণের আগ্রহও ব্যক্ত করেন।২[২] এ ব্যাপারে তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মাদ কুতুবকে

---

১. ঝড়যৎরহ গড়যধসসধফ ঝড়ষরযরহ, ঝঃঁফরবং ড়হ ঝধুরফ ছঁঃনং ঋর তরযধয অয ছঁৎধহ (টহঢ়ঁনষরংযবফ চযউ ঃযবংরং. ঞযব টহরাবৎংরঃু ড়ভ ইরৎসরহমযধস টক ১৯৯৩) ঢ়-২

২. সাইয়েদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিশহাদ (দার ল কলম পাবলিকেশন্স, দামেশক ১৯৯১) পৃ-২৯

প্রশ্ন করা হলে তিনি তার পূর্বপুরুষদের কেউ হিন্দুস্তানি ছিলেন বলে স্বীকার করেননি।

সাইয়েদ কুতুব মিসরের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্জ ইবরাহীম কুতুব ছিলেন আল্লাহভীরু ও সচ্চরিত্রবান। তিনি যখন মসজিদে যেতেন শিশু সাইয়েদকে সাথে নিয়ে যেতেন। পুত্রকে ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি চাষাবাদ করতেন। যারা জমিতে কাজ করতে আসত তাদেরকে তা-ই খেতে দিতেন, যা তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খেতেন। তিনি কাজের লোকদের আত্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করতেন না। তিনি খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। দান-খয়রাত ও পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করতেন না। কাজের লোকদের পারিশ্রমিক অন্যান্যদের চেয়ে বেশি দিতেন। বংশীয় মর্যাদা রক্ষায় অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন, এমনকি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এভাবে বিক্রি করতে করতে ফসলী জমি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। সাইয়েদের আম্মা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সাইয়েদ কুতুব এবং তাঁর ভাই-বোনদের কচি মনেও বিষয়টি রেখাপাত করল। সাইয়েদের মা এ কারণে তাঁকে কায়রোতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে মনস্থ করলেন, যাতে সাইয়েদ পড়াশুনা শেষে ভাল চাকরি পান এবং অর্থ সঞ্চয় করে পিতার বিক্রীত সম্পত্তি পুনরায় খরিদ করতে পারেন।

সাইয়েদের পিতা বাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তিনি রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথেও সম্পৃক্ত থাকায় বাড়িতে বিভিন্ন সময় সভা, সমাবেশ, গোপন মিটিং ও পত্রিকা পাঠের আসর বসাতেন। ঈদ, আশূরা, মে'রাজসহ বিভিন্ন দিসবে প্রসিদ্ধ ক্বারীগণ সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এ সব সাইয়েদের কোমল মনে রেখাপাত করতো।

সাইয়েদ তাঁর 'মাশাহেদ আল ক্বিয়ামাতে ফিল কুরআন' গ্রন্থে পিতাকে সম্বোধন করে লিখেছেন:

আমার প্রিয় আব্বা,

আজও আমার অনুভূতিতে নাড়া দেয়, তখনকার স্মৃতি, যখন আমি ছিলাম ছোট। আপনি আমাকে উপদেশ দিতেন, ধমক দিতেন না। আমার সামনে আখিরাতের চিত্র তুলে ধরতেন। আপনি সবসময় আখিরাতের কথাই উল্লেখ করতেন। অন্যের হক আদায়ে আপনি ছিলেন খুবই উদগ্রীব, কিন্তু নিজের পাওনা উসুলের ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই উদার। কেউ আপনার সাথে মন্দ আচরণ করলে শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নিতেন না; বরং ক্ষমা করে দিয়ে বলতেন, আমি আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করেছি। রাতের খাবার খেয়ে আপনার কুরআন

তিলাওয়াত শুনতাম। আপনি আপনার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতেন, আমরাও আপনার সাথে গুণগুণ করে কুরআন তিলাওয়াতে শরীক হতাম।[১]

সাইয়েদ কুতুবের মমতাময়ী মাতাও ছিলেন গ্রামের সম্ভ্রান্ত দীনী ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবারের মেয়ে। তিনি কুরআন তিলাওয়াত পছন্দ করতেন। পর্দার আড়াল থেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় সাইয়েদকে কোলে রাখতেন। তিনি কুরআন মুখস্থ করতেন আর সাইয়েদকেও শেখাতেন।

সাইয়েদ কুতুব এ প্রসঙ্গে তাঁর 'আততসবীর আল ফান্নী ফিল কুরআন' গ্রন্থের শুরুতে মাকে সম্বোধন করে উল্লেখ করেন:

মুহতারামা আম্মা!

আমি এ গ্রন্থখানাকে আপনার নামে উৎসর্গ করছি।

প্রিয় মা! আমার স্মৃতিপটে এ কথা এখনো জ্বলজ্বল করছে যে, প্রতিটি রমযান মাস এলে ক্বারী সাহেবগণ আমাদের ঘরে এসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, আর আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কান লাগিয়ে পর্দার আড়াল থেকে তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। যখন আমি শিশুসুলভ চিৎকার জুড়ে দিতাম তখন আপনি ইঙ্গিতে আমাকে চুপ থাকতে বলতেন। অতঃপর আমিও আপনার সাথে কুরআন শ্রবণে শরীক হয়ে যেতাম, যদিও আমি তা তখন অনুধাবন করতে অক্ষম ছিলাম। কিন্তু আমার মনে আক্ষরিক উচ্চারণগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেত। তারপর আমি যখন আপনার হাত ধরে হাঁটতে শিখলাম, তখন আপনি আমাকে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আপনার বড় ইচ্ছে ছিল, আল্লাহ যেন তাঁর কালামকে কণ্ঠস্থ করার জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন। অবশ্য আল্লাহ আমাকে খোশ ইলহানের মতো নিয়ামত দান করেছেন। আমি আপনার সামনে বসে প্রায় সময় তা তিলাওয়াত করতাম। একদিন আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হল, আমি পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফয করে নিলাম।

প্রিয় আম্মা আমার!

আজ আপনি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু এখনো আপনার সেই ছবি আমার স্মৃতিপটে অম্লান। রমযানে আপনি রেডিও সেটের পাশে বসে যেভাবে ক্বারী সাহেবদের তিলাওয়াত শুনতেন, আমি আজও সে স্মৃতি ভুলতে পারিনি। তিলাওয়াত শ্রবণরত অবস্থায় আপনার মুখমণ্ডল যে সুন্দর ও পবিত্র রূপ ধারণ করতো, আপনার মন-মস্তিষ্কে তার যে প্রভাব পড়তো, সে স্মৃতি আজো আমার হৃদয়পটে মূর্তমান।

---

১. সাইয়েদ কুতুব, মাশাহেদুল কিয়ামাতে ফিল কুরআন, পৃ-৫, সাইয়েদ কুতুব শহীদ হায়াত ও খিদমাত পৃ-১৬-১৭।

ওগো আমার জন্মদাত্রী!

আপনার সেই মাসুম শিশুটি আজ নওজোয়ান যুবক। আপনার সেই চেষ্টার ফসল আজ আপনার নামে উৎসর্গ করছি। আল্লাহ যেন আপনার কবরের উপর ভোরের শিশিরের মতো শান্তি অবতীর্ণ করেন এবং আপনার সন্তানকেও যেন মাহফূয রাখেন।

আপনার সন্তান, সাইয়েদ কুতুব।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, সাইয়েদের মা তাঁর সন্তানের চরিত্র গঠনে কত বেশি যত্নশীল ছিলেন। সাইয়েদ কুতুবও মায়ের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। ১৯৪০ সালে মায়ের মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোন

সাইয়েদ কুতুবের পিতা দুই বিবাহ করেন। প্রথম সংসারে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার নাম জানা যায়নি।

সাইয়েদ কুতুবের মায়ের গর্ভে পাঁচ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হচ্ছেন নাফীসা কুতুব[১], সাইয়েদ কুতুব, আমিনা কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব ও হামিদা কুতুব।

নাফীসা কুতুব সাইয়েদের চেয়ে তিন বছরের বড়। কোন কোন গ্রন্থে সাইয়েদকে সবার বড় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কোথাও কোথাও মুহাম্মাদ কুতুবকে বড় উল্লেখ করা হয়েছে তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে, নাফীসা কুতুবই বড়।[২]

নাফীসা কুতুব ইসলামী আন্দোলনে একনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেও অন্যান্য ভাই-বোনদের মত সাহিত্যচর্চা করেননি। তবে তাঁকেও অনেক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর বড় ছেলে কায়রোর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাফাতকে তাঁর মামার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়। তিনি রাজি না হওয়ায় তাঁকে কারাগারে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। অধিক নির্যাতনে কারাগারেই তিনি শহীদ হন। অপর ছেলে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আযমকেও ১৯৬৫ সালে গ্রেফতার করা হয় এবং অনেক নির্যাতন করা।৬[৩]

---

১. অনেক বইতে এ নামটি পাওয়া যায় না।

২. মুহাম্মদ মুন্ড়সের আররাইসুনী, সাইয়েদ কুতুব ওয়া মানাহেজুহু ফিততাফসীর (নূর প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭) পৃ ২০-২১

৩. সাইয়েদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিশহাদ পৃ-৪১

সাইয়েদের দ্বিতীয় বোন আমিনা কুতুব ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। তিনি দাওয়াতে দীন, জিহাদ ও সাহিত্য চর্চায় অন্যান্য ভাই-বোনদের সাথে শরীক ছিলেন। তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেন, ১২টি প্রবন্ধের সংকলনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ফিততিবরিল হায়াত', যা তিনি সাইয়েদ কুতুব ও মুহাম্মাদ কুতুবকে উৎসর্গ করেন।

আদর্শের জন্য আমিনা কুতুব অনেক নিপীড়ন ভোগ করেন, এমনকি দীর্ঘদিন কারাগারেও ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর রচিত 'ফিত তারীখ' গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর স্বামী ছিলেন কামাল সানানী। ১৯৫৪ সালে ক্বানা কারাগারেই তাঁর সাথে প্রথম পরিচয় হয় এবং ১৯৭৩ সালে মুক্তি পাবার পর বিয়ে হয়। তখন আমেনার বয়স ছিল ৫০-এর বেশি। ১৯৮১ সালে আনোয়ার সা'দাত ইখওয়ানের নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালায়, তখন তিনি বন্দি হন এবং অমানবিক নির্যাতনে কারাগারেই শহীদ হন। কিন্তু সরকার প্রচারণা চালায় যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। পরবর্তীতে ২৭ আগস্ট ১৯৮৮ সালে আল হাক্কিকাহ পত্রিকায় প্রকাশিত একজন পুলিশ কর্মকর্তার স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান আবুল বাসারের উপস্থিতিতেই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। আমিনা কুতুব স্বামীর স্মরণে অনেক কবিতা লিখেন। ২০টির অধিক কবিতা নিয়ে 'রাছায়েল ইলা শহীদ' নামে একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সাইয়েদের ছোট ভাই মুহাম্মাদ কুতুব বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তিনি ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বড় ভাইয়ের ইচ্ছানুযায়ী ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকুরি করেন। বড় ভাই সাইয়েদ কুতুবের পদাঙ্কানুসরণ করে তিনি লেখা-লেখিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে, দেরাসাতুল কুরআনিয়া, মানহাজাতুত তারবিয়্যাতুল ইসলামী, মাযাহেবু ফিকরিয়্যাতিল মুআসেরা, শুবহাত হাওলাল ইসলাম, আল ইনসান বাইনাল মাদ্দিয়াতি ওয়াল ইসলাম, কাইফা নাকতুবুত তারিখ আল ইসলামী প্রভৃতি। তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত ছিলেন। সাইয়েদ কুতুব তাঁকে নিজের

যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর আসসাতী ওয়াল মাজহুল গ্রন্থটি মুহাম্মদ কুতুবকে উৎসর্গ করেন।৭[১]

সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ানে যোগদানের পর মুহাম্মাদ কুতুবও তাতে যোগ দেন। তিনিও অনেক নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ১৯৫৪ সালে প্রথম কারারুদ্ধ হন। কয়েক বছর কারাগারে থাকার পর বাইরে প্রচারিত হয়ে যায় যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এ কারণে তাঁকে জীবন্ত শহীদ বলা হয়। তিনি ৭ বছর কারাবরণের পর মুক্তি পেয়ে বিবাহ করেন এবং 'জামেয়াতুল মালেক আবদুল আযীয'-এ অধ্যাপনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৭২ সাল থেকে দীর্ঘদিন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত ছিলেন। ২০০১ সালের মার্চ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সাইয়েদের ছোট বোন হামিদা কুতুবও অন্যান্য ভাই-বোনদের মত সাহিত্য চর্চা ও ইসলামী আন্দোলনের কাজে তাঁদের সহযোগী ছিলেন। 'আল মুসলিমূন' পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনিও অনেক নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ১৯৬৫ সালে গ্রেফতার হন, বিচারে তাঁর দশ বছর কারাদণ্ড হয়। ছয় বছর দশ মাস কারাবরণের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ড. হামুদী মাসউদের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বর্তমানে তাঁরা ফ্রান্সে বসবাস করছেন। ১৯৫৪ সালে অনেক মহিলা কর্মীকে গ্রেফতার করা হলে তিনি তাদের সেবাযত্ন করতেন।

সাইয়েদের শিক্ষাজীবন

মায়ের কোলেই সাইয়েদের পড়াশুনা শুরু হয়। সেই সময় মিসরের দীনদার পরিবারে কুরআন হিফযের ঐতিহ্য ছিল। এছাড়া যারা আল-আযহারে লেখা-পড়া করতো তাদের জন্য কুরআন হিফয বাধ্যতামূলক ছিল। সাইয়েদ কুতুবের মায়ের ইচ্ছে ছিল সাইয়েদকে কুরআনে হাফিয বানাবেন। তাই হিফয মাদরাসায় ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করান। ফলে মূসা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে সাইয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যকর্মে সাইয়েদ কুতুবের অবদান

সাইয়েদ কুতুব শুধু ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতাই ছিলেন না, তিনি প্রথমে কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন রাষ্ট্রনীতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সর্ব্বাত্মক চেষ্টা চালান।

আহমদ এস. মৌসেলী তাঁর গ্রন্থে সাইয়েদ কুতুবের পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেছেন:

Sayyed Qutb is a literary figure, a poet, a novelist, a lecturer, a political reformer, a political thinker, and an intellectual. Moreover, Qutb was very prolific and produced a number of published and unpublished works.১[১]

বাস্তবিকই সাইয়েদ কুতুব ছিলেন সময়কালীন সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পাশাপাশি তিনি ছিলেন সাহিত্য-সেবীদের প্রেরণার উৎস।

সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে এ. জেড. এম. শামসুল আলম যথার্থই লিখেছেন ঃ

Those who read books of Sayyid Qutb are left with conviction that it is a pride and honour to be a pious Muslim in this modern world even in spite of aggressive western and materialistic slander on Islamic way of life. His books and essays are texts for the ideological workers all over the world.২[২]

---

১. Ahmed S. Mousalli, Radical Islamic fundamentalism; The ideological and political discourse of Sayyid Qutb, published by the American University of Beirut, 1992.p-38-39

2. Sayyid qutb, In the Shade of Al-Quran, Islamic foundation Bangladesh, Dhaka, 1st Edition, 1981, publishers note, pv 11

সাইয়েদ কুতুব বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। আমরা যদি তাঁর লেখালেখি পর্যালোচনা করি তাহলে তাঁকে কখনও মনে হবে, একজন শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক, আবার কখনও মনে হবে তিনি একজন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। কবিতা ও সাহিত্য চর্চায় অসাধারণ দক্ষতার কারণে তিনি সর্বমহলে সেরা কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আবার ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের উপর তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি পড়লে মনে হয়, তিনি একজন প্রতিভাধর ইসলামী চিন্তাবিদ। আর যখন তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' পড়ি, তখন মনে হয় তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ মহামনীষী বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

আমি তাঁর সাহিত্যকর্মের অবদানকে দুটো ভাগ করে আলোচনা করতে চাই।

১. কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে সাইয়েদ কুতুবের অবদান,

২. ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সাইয়েদ কুতুবের অবদান।

কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে সাইয়েদ কুতুব

পত্রিকা ও সাময়িকীতে লেখালেখি

সাইয়েদ কুতুবের সাহিত্যকর্মের সূচনা হয়, কাব্য ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। বিশেষকরে কায়রোতে অবস্থানকালে তাঁর লেখালেখির গতি বৃদ্ধি পায়। ১৯২২ সালে দৈনিক আল বালাগ পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।৩[১] তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। সে সময় তিনি মাদরাসাতুল মুয়াল্লিমীনের ছাত্র ছিলেন। এর যথার্থতা তাঁর বক্তব্য থেকেই পাওয়া যায়।

---

১. ওবায়দুল্লাহ ফাহাদ ফালাহী ও মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন আমরী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, হায়াত ও খিদমাত, মানসুরা, লাহোর, পাকিস্তান, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৯৯, পৃ- ১৭০।

১৯৩৪ সালের মে মাসে 'আল উসবু' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি বার বছর যাবৎ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখছি। আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আল বালাগ পত্রিকায়।৪[১]

দৈনিক আল বালাগ পত্রিকায় লেখার পূর্বেরও বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকা ও সাময়িকীতে তিনি লেখেন। ১৯৩৪ সালে 'আল উসবূ' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় আলী আহমদ আমের লেখেন, আমি দীর্ঘ তের বছর যাবৎ 'আল হায়াত আল জাদীদা' পত্রিকায় সাইয়েদ কুতুবের কবিতা পড়ে আসছি। তখন আল বালাগ পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখা ছাপা হতে দেখি। বর্তমানে আল আহরাম ও আল উসবূ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও লেখা পড়ছি।৫[২]

সাইয়েদ কুতুবের সে সময়কার লেখনিতে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের চিন্তাধারার প্রভাব ছিল। এ প্রসঙ্গে সরোহিন লিখেছেন ঃ

His venture into literature closely related with a great literary man, Mahmud abbas al-Aqqad. Qutb admitted that he became his active disciple in his literary madrasah of thought until he departed from his following gradual changes in matters of Islamic orientation.৬[৩]

সাইয়েদ কুতুবের মামার বাসার সাথেই আল আক্কাদের বাসা ছিল। সে সূত্র ধরেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সাইয়েদ কুতুব আল আক্কাদের প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ব্যাপকভাবে লেখালেখি করতে থাকেন। তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আল বালাগ, আল আহরাম, আল উসবূ, আল হায়াতুল জাদীদা, আল মুকতাতাফ, আল ওয়াদী, আল জিহাদ প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রথমে লিখলেও পরবর্তীতে আল ইমাম, কাওকাবুশশিরক, রওয আল ইউসুফ, আসসাকাফাহ ও দারুল উলুম সাময়িকীসহ আরো অনেক পত্রিকায় লেখেন।

---

১. আল উসবু, প্রথম বর্ষ, সংখ্যা-২৬, ২৩ শে মে, ১৯৩৪, প্র-১৪।

২. প্রাগুক্ত সংখ্যা-৩৫, ২৫ শে জুলাই, ১৯৩৪, পৃ-৮।

3. Sohrin Muhammad Solihin, Studies on Sayyid Qutb's Fi Zilal Al-Quran (an unpublished thesis for the PhD, Department of Theology, University of Birmingham, UK, 1993) p-22.

চল্লিশের দশকে তাঁর লেখালেখির ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়। আল কাতেব আল মিসরী, আল ফিকরুল জাদীদা, আল আলম আল আরাবী প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লেখা শুরু করেন। পঞ্চাশের দশকে ফাতহী রেযওয়ান সম্পাদিত আল লিওয়াউল মাযীদ, আহমদ হোসাইন সম্পাদিত আল ইশতিরাকিয়্যা, সালেহ উসমাভী সম্পাদিত আদদাওয়া পত্রিকায় লেখালেখি করেন।

কবিতা, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, সমাজ বিপ্লব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন। তাঁর গতিশীল লেখা আরবী সাহিত্যকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল বাকী হোসাইন বলেন, আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সাইয়েদ কুতুবের অবদান অপরিসীম।৭[১]

ছাত্রজীবন থেকেই সাইয়েদ কুতুবের লেখালেখি শুরু হলেও ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিকদের কাতারে শামিল হন। সে সময় 'আর রিসালাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'আল আলম আল ইয়াফেয়ী' শীর্ষক প্রবন্ধ চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে সহীফা দারুল উলূমে প্রকাশিত 'মাররা ইয়াওমুন' শীর্ষক কবিতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ছাত্রজীবন শেষে অধ্যাপনা শুরু করলে, তিনি আরো বেশি লেখালেখি করতে থাকেন।

১৯৩৪ সালে 'আল উসবূ' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতার কোনটিকে আপনি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বিব্রতবোধ করছি। আল্লাহর শপথ! আমি অনুভব করতে পারছি না, কোন্‌টি আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্‌টি আমার জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে। সাংবাদিকতা ও অধ্যাপনা এ দুটোর মাঝেই আমি রয়েছি, এ দুটোর মাঝেই আমি বেঁচে আছি এবং এ দুটোকে আমি সমানভাবে ভালবাসি। দুটোর মাঝেই আমি হৃদয়ের খোরাক পাই। আমি এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাই না।৮[২]

---

১. ড. সালাহ আব্দুল ফাত্তাহ খালেদী, সাইয়েদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিশহাদ, দারুল কলম, দামেশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ-৯৬।

২. সাইয়েদ কুতুব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিশহাদ, ৯৮-৯৯।